বিষয় ভাবনার বৈচিত্র্যে

বাংলা সাহিত্য

সম্পাদনা
শর্মিষ্ঠা পাল

BISHAY VABNAR BOICHITRYE BANGLA SAHITYA EDITED BY SHARMISHTHA PAUL

ISBN: 9788193845103

প্রকাশকালঃ

১৮ই জুলাই, ২০১৮

© শার্মিষ্ঠা পাল

প্রকাশকঃ

একলব্য প্রকাশনীর পক্ষ থেকে

শ্রী শ্যামল কান্তি দাস

প্রচ্ছদ ছবিঃ একলব্য প্রকাশনী

অলংকরণ ও বর্ণসংস্থাপনা:

অমিত সিন্‌হা

মুদ্রণেঃ

আলী অফসেট, নাজিরগঞ্জ, কোচবিহার

পাণ্ডুলিপি সংশোধনঃ

আছির আলী সেখ

বিনিময়ঃ ২৫০ টাকা

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না । এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

প্রকাশনী দপ্তর

গ্রামঃ নাজিরগঞ্জ, ডাকঘরঃ ভূক্কি
থানাঃ সাহেবগঞ্জ, জেলাঃ কোচবিহার
ডাকসূচকঃ ৭৩৬১৩৪
দূরভাষঃ ৭৬০২৭২১৮১০
ই-মেইলঃ ekalavyajournal@gmail.com

EKALAVYA PRAKASHANI

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনার বই বহু ও বিচিত্র । প্রতিটি বই-ই কিছু না কিছু বিশেষত্ব নিয়ে সাহিত্য অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছে । 'বিষয় ভাবনার বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থটিতে আমরা সেই সব প্রবন্ধকে নির্বাচন করেছি যে গুলো বিশেষভাবে গবেষণা নির্ভর । নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনাকে খুঁজে নিয়ে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাহিত্য বিষয়ক গবেষকেরা তাদের বিশ্লিষ্ট চিন্তাশক্তি দ্বারা বিষয় নির্বাচন করে যে প্রবন্ধটি রচনা করেছেন তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সিলেবাসের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করা হয়নি । মুক্ত চিন্তার উপর গুরুত্ব দিয়ে মধ্যযুগ , উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ ও নাটকের উপর কতিপয় রচনাকে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে । সাহিত্য বিষয়ে অনুসন্ধানী পাঠকদেরকে লক্ষ্য করেই উক্ত গ্রন্থের বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে । তাই সেইসব পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমাদের আশা রইল যারা সাহিত্যের বহু ক্ষেত্রকে অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন । কাজটি করতে আমার গুরুকুলের উৎসাহ এবং সহানুভূতি লাভ করেছি, তাই তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা । পরম প্রিয় বন্ধুকুল এই গ্রন্থটির লেখাগুলি খুব শীঘ্র পাঠিয়ে সাহায্য করায় তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল ।

জুলাই, ২০১৮

বিনীত

শার্মিষ্ঠা পাল

সৈয়দ মুজতবা 'শহর-ইয়ার' : প্রসঙ্গ মুসলমান নারী- রুবী নুর,

পৃষ্ঠা-১২৫

তৃতীয় পর্ব

বিভূতিভূষণের বরযাত্রীঃ বাঙালি বিয়ের মিঠে-কড়া রোজনামচা- দেবশ্রী সাহা,

পৃষ্ঠা-১৪৭

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পঃ আত্মমগ্ন মানুষের লিরিক- সুনন্দা ঘটক,

পৃষ্ঠা-১৫৭

ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পঃ সমুদ্র ও মানব জমিনের দেশদ্বন্দ্ব, সেলিমউদ্দিন,

পৃষ্ঠা-১৭৩

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিকল্পঃ এক ভিন্নস্বরের জীবনালেখ্য- হৈমন্তী বর্মন,

পৃষ্ঠা-১৮৩

অমর মিত্রের ছোটগল্পে দেশভাগ ও পরবর্তি প্রজন্ম- জুলি আখতারি,

পৃষ্ঠা-১৯৭

চতুর্থ পর্ব

বাংলা প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় স্বামী বিবেকানন্দ- শর্মিষ্ঠা পাল,

পৃষ্ঠা-২০৫

পঞ্চম পর্ব

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে বাংলা নাট্যে আঞ্চলিক সংলাপের প্রয়োগ- অরুণ কুমার সাঁফুই,

পৃষ্ঠা-২১৫

লেখক পরিচিতিঃ

পৃষ্ঠা-২২৬

প্রাক্‌কথন

ঊষালগ্ন থেকে বাংলা সাহিত্য যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু স্বর, বহু কলেবর, বহু আভরণে সজ্জিত হয়ে বাঁক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে বর্তমান শতাব্দীর রূপধারণ করেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনরূপ সহজপন্থী বৌদ্ধ সাধকদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রথম প্রয়াসের মধ্যে আমরা দেখেছি। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই পুথি আবিষ্কার করে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। (এই গ্রন্থগুলির মধ্যে গুরুরা তাঁদের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান গান গুলিকেই 'চর্যা-পদ' বলেছেন।) নবম-দশম শতাব্দী সময়কালে রচিত এই চর্যাগীতিই বাংলা ভাষার আদিতম নিদর্শন। দশম শতাব্দীর পর দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ শুরু হয়। তুর্কি আক্রমণের ফলে কিছু কালের জন্য বাঙালির জনজীবন, জ্ঞানের জগত ও সংস্কৃতির অনুশীলনের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এসময় বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহারগুলি। তুর্কিরা আক্রমণ করেছিল এই বিহারগুলিকেই, যার ফলে সব কিছু ভূমি লগ্ন হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তুর্কি আক্রমণের ফলে এদিক ওদিক পালিয়ে যাওয়ায় সে সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন গুলি নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় দুইশত বছর ধরে চলে অন্ধকারময় যুগ। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে কয়েকজন সুলতান তাদের সভায় বাঙালি কবিদের কাব্য ও কবিতা রচনার পৃষ্ঠপোষকতার ভার নেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা দুজন বড়ো মাপের কবিদের পাই। একজন রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা। আর দ্বিতীয় জন মালাধর বসু। কৃত্তিবাসের কাব্য 'শ্রীরাম-পাঁচালী' নামে পরিচিত। আর মালাধর বসুর কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নাম নিয়ে সাহিত্য জগতে সমাদৃত। কৃত্তিবাসের কাব্যটিকে প্রথম জাতীয় মহাকাব্য বলা হচ্ছে। অন্যদিকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রথম কাব্য। বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যটি বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর এর ভাষাজ্ঞান দেখে অনুমিত হয় এটি পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা।

ষোড়শ শতাব্দীতে ঘটে বাংলার চরমতম বাঁক বদল সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে। আর এসব সম্ভব হয় এই শতকের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবহেতু। বাংলা সাহিত্যের

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে বাংলা নাট্যে আঞ্চলিক সংলাপের প্রয়োগ

অরুণ কুমার সাঁফুই

এক

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই সারাদেশে ভার্নাকুলার চর্চা বা দেশীয় ভাষা সংস্কৃতি বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক শাসনের গণ্ডি পেরিয়ে, এমনকি ঔপনিবেশিক চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা পদ্ধতি, ইতিহাস চিন্তা, সবকিছুকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন স্বাধীন ভারতবর্ষের বাঙালি বুদ্ধিজীবিরা । এই চর্চা হতে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে আঞ্চলিক ভাষা ও আঞ্চলিক জনজীবন অধিক মাত্রায় গুরুত্ব পেতে থাকে । মূলত প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগ থেকে আঞ্চলিক ভাষা সাহিত্য চর্চায় উন্মাদনা দেখা গেলেও এর বিস্ফোরণ ঘটে স্বাধীনতা উত্তরকালে । বাংলা থিয়েটারে আঞ্চলিক ভাষায় নাটক রচনা ও নাট্য প্রযোজনায় গণনাট্য সংঘের অবদান এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরনীয় । স্বাধীনতার প্রাক্‌লগ্নে সারা পৃথিবীতে মার্কসীয় দর্শন, ব্রেখটের লোকায়ত রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা, রোমারোলার পিপলস্ থিয়েটার তথা জনগনের থিয়েটার ও গণনাট্য নবনাট্যের প্রচার-প্রসার ঘটে । রাজনৈতিক মোকাবিলায় সংস্কৃতি চর্চা দিয়ে প্রতিবাদের মঞ্চ ও প্রতিবাদের ভাষাকে বাঙময় করে তুলতে লখনউয়ে ১৯৩৬ সালের ১০ই এপ্রিল বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের প্রতিবাদী মঞ্চ প্রগতি লেখক শিল্পী সঙ্ঘ। এই সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন বিখ্যাত হিন্দি কথা সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদ । পড়ে এই সংগঠনের গর্ভ হতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জন্ম নেয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ । এই সময় বাংলা গানে বিশেষত লোকসংগীতে এগিয়ে আসেন— নিবারণ পন্ডিত (পাঁচালি), নির্মলেন্দু চৌধুরী, যশোরের কবিয়াল নেপাল সরকার প্রমুখ । সারা বাংলার নানা স্থানে পরিবেশিত হয় মালদহের সতীশ মণ্ডলের গম্ভীরা গান, রঙপুরের অমূল্য সেনের কীর্তন গান, পানু পালের পথনাটক, ভুখা নিত্য, অনু দাসগুপ্তের চা -বাগিচা-নৃত্য, বিনয় রায়ের মা ভুখা-হু নৃত্য । পরিবেশিত হয় লোকশিল্পির সমন্বয়ে নানা অনুষ্ঠান, কুমিল্লার অন্ধ গায়ক ব্রজেন বিশ্বাসের গান, চট্রগামের লোককবি রমেন শীল বনাম কবিগানের রাজা শেখ গোমানীর কবির লড়াই এবং অভিনীত হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'(১৯৪৩-৪৪) নাটক, 'নবান্ন'(১৯৪৪) নাটক । নবান্ন নাটকে কাজী ফকিরের সুরে ও ঢঙ্গে গান লিখেছেন বিজন ভট্টাচার্য,-- " আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম, মিথ্যা সে বয়ান হিন্দু মুসলিম জাতের চাষী দোস্তালি পাতান" গানটি বাংলা প্রবাদ, অপ্রচলিত শব্দ,